উত্তাল সময়ের অন্তরমহল ঃ আন্তন চেকভের ছোটগল্প

আনন্দময় রায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের আগে রাশিয়ায় কলকারখানা খুবই কম ছিল। তখনকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান রূপ ছিল ভূমিদাসপ্রথার ভিত্তিতে বড় বড় জমিদারী। শিল্পের যথার্থ বিকাশ সম্ভব ছিল না ভূমিদাসপ্রথার আমলে। ভূমিদাসেরা অনিচ্ছায় কৃষিকর্ম চালাতো বলে অল্প হোত উৎপাদন। অর্থনীতির বিকাশ যেভাবে হচ্ছিল তাতে ভূমিদাসপ্রথার বিলোপ একান্ত প্রয়োজন হয়ে উঠল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরাজয়ের ফলে ভূমিদাসপ্রথা উঠিয়ে দিতে বাধ্য হলো। কিন্তু অত্যাচারের কষাঘাত চলল নিরবচ্ছিন্ন। ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তিদানের পথে জমিদাররা, চাষীদের এতদিনকার ব্যবহৃত জমির বৃহৎ অংশ ঘিরে নিয়ে, কেড়ে নিলো। এই কেড়ে নেওয়া জমিকে চাষীরা বলতো 'ওট্রেজ্‌কি', যার অর্থ 'কাটছাঁট'। ভূমিদাসপ্রথা থেকে 'মুক্তির' মূল্যস্বরূপ বাধ্য করা হোল ২০০ কোটি রুব্‌ল্‌ দিতে। জমিদারদের কাছ থেকে কঠোর শর্তে জমি ইজারা নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না চাষীদের। টাকার অঙ্কে খাজনা মেটানো ছাড়াও, প্রায়শই নিজেদের ঘোড়া ও লাঙল নিয়ে, বিনা পারিশ্রমিকে, জমিদারের জমির অংশবিশেষ চাষ করে দিতে বাধ্য হোত। এই ব্যবস্থার নাম ছিল 'অট্রাবট্‌কি' বা 'বার্শচিনা' অর্থাৎ শ্রমের অঙ্কে খাজনা বা বেগার খাটা। শস্য সংগ্রহের সময়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, উৎপন্ন শস্যের আধা-আধি ফসলী-খাজনা দিতে হোত জমিদারকে। এই খাজনাকে বলা হোত 'ইস্পলু', যার মানে দাঁড়ায় 'আধা-আধি বন্দোবস্ত'। অস্থাবর সম্পত্তির মতো কেনাবেচা না চললেও (চাষী ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন হলেও) রয়ে গেল ভূমিদাসপ্রথার অত্যাচারের অবশেষ। চাষবাসের অবস্থা ছিল পশ্চাৎপদ, প্রায়ই লেগে থাকতো অজন্মা আর দুর্ভিক্ষ। যে সর্বনাশ চাষীকে নিঃস্ব করে দিলো, তারই প্রতিক্রিয়া জীবিকার সন্ধানে, গ্রাম ছেড়ে সে কাজ করতে গেল শহরের কারখানায়। শিল্পোৎপাদনকারীদের পক্ষে তারা হয়ে উঠলো সুলভ শ্রমশক্তির একটি সক্রিয়তম উৎস। জার এবং পুঁজিপতি ও জমিদারদের রক্ষা করবার জন্য শেরিফ, ডেপুটি শেরিফ, পুলিশ কনস্টেবল, গ্রাম্য চৌকিদারদের নিয়ে তৈরী বিরাট বাহিনী মজুত থাকত, বিশেষ প্রয়োজনে (!), মজুর -কৃষকদের ওপর শিকারী কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে। দৈহিক শাস্তি চালু ছিল ১৯০৩ সাল পর্যন্ত। সামান্য অপরাধে বা খাজনা অনাদায়ে চাবুক মারা হোত। রাজনৈতিক অধিকারের সামান্যতম অস্তিত্বও ছিল না। বহু জাতির কয়েদখানা ছিল জারশাসিত রাশিয়া। সরকারি দলিল-দস্তাবেজে রুশ ছাড়া আর সবাইকে বলা হোত 'ইনর্‌ডটসি' বা বিদেশি, তাদের প্রতি উস্‌কে দেওয়া হোত ঘৃণা ও অবজ্ঞা। এরই মধ্যে পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পের বিকাশ লাভ করছিল ধারাবাহিক দ্রুততায়। ১৮৬৫-৯০ সালের রেলওয়েও বড় বড় কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে গেল দ্বিগুণেরও বেশি,৭,০৬,০০০ থেকে ১৪,৩৩,০০০ পর্যন্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর দশম দশকে বৃহৎ পুঁজিলালিত শিল্প বেড়ে চললো আরো দ্রুত হয়ে। ঐ দশকের সমাপ্তিতে শুধু ইউরোপীয় রাশিয়ায় পঞ্চাশটি প্রদেশে বড় বড় কলকারখানা, রেলওয়ে ও কয়লাখনিতে শ্রমিকসংখ্যা ছিল ২২,০৭,০০০। সমগ্র রাশিয়াতে তাদরে সংখ্যা ছিল ২৭,৯২,০০০। এরাই হলো আধুনিক শিল্পের সর্বহারা শ্রমিক। বিশেষত, রেলপথ নির্মাণে জোয়ার আসায়, এই শতাব্দীরই (ঊনবিংশ) নবম দশকে শিল্পবিকাশে তেজি ভাব আসে। ১৮৯০-১৯০০, এই দশ বছরে ২১০০০ ভের্স্টের ওপর নতুন রেললাইন পাতা হয়। ১৯০৩ সালে রাশিয়ায় প্রায় এককোটি চাষী পরিবার ছিল। 'গ্রামের গরীবদের প্রতি' পুস্তিকায় লেনিন দেখিয়েছিলেন যে, মোট এই সংখ্যার মধ্যে অন্তত ৩৫ লক্ষ পরিবার এতই গরীব ছিল যে চাষের জন্য কোন ঘোড়া তাদের ছিল না। এদিকে অষ্টম দশকেই (ঊনবিংশ শতাব্দীর) শ্রমিকশ্রেণী জেগে উঠেছিল রাশিয়ায়, বিশেষত নবম দশকেই তারা শুরু করেছিল পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ১৮৭৫ সালে, শ্রমিকদের প্রথম সংগঠন দক্ষিণ রুশ শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয় ওডেসাতে এবং আট-ন' মাস চলবার পর জার সরকার একে চুরমার করে দেয়। ১৯৭৮ সালে, সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে উত্তর রুশ শ্রমিক ইউনিয়ন স্থাপিত হয়, খালটুরিন নামে একজন ছুতোর ও অব্‌নর্সকি নামে এক ফিটার মিস্ত্রির নেতৃত্বে। এই শ্রমিক ইউনিয়নের ব্যাপক জনরিয়তা দেখে একেও ভেঙে দিলো জারের সরকার। নবম দশকে অনেকগুলি ধর্মঘট হলো। ১৮৮১-৮৬, এই পাঁচ বছরে ৪৮টি ধর্মঘট হয়, ৮০,০০০ শ্রমিক তাতে অংশ নেয়। ১৯৮৫ সালে আর খভো-জুইয়েভেবাত মরোজভ্‌ মিলে যে ধর্মঘট হয় তা বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ স্থান দখল করে আছে। বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ও পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাবে রাশিয়ার প্রথম মার্কসবাদী সংস্থাগুলি গড়ে উঠতে লাগল। ১৮৮১ সালের ১লা মার্চ 'নারদনায়া ভলিয়া' (যার অর্থ 'জনগণের ইচ্ছা') নামে একটি গোপন প্রতিষ্ঠান বোমা ছুঁড়ে হত্যা করলো জার তৃতীয় আলেকজান্দার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে শুরু করলো শ্রমিক ও কৃষকদের ওপর বল্গাহীন অত্যাচার। ইতিমধ্যে তারুণ্য উপনীত হয়েছেন লেলিন, বিপ্লবী ছাত্র-আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য বিতাড়িতও হয়েছেন কাজান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৯৩ সালেই। সেন্ট পিটার্সবার্গে, মার্কসবাদী চক্রগুলিতে তাঁর প্রথম বক্তৃতাগুলি মুগ্ধ করেছে সবাইকে। প্রায় কুড়িটি মার্কসবাদি শ্রমিকচক্রকে একত্র করে, ১৮৯৫ সালে, বিপ্লবী মার্কসবাদি শ্রমিকপার্টি গঠনের পথ প্রস্তুত করেন লেনিন। ১৯০০ সালের প্রথম দিকে সাইবেরিয়ার নির্বাসন থেকে ফিরলেন লেনিন এবং ঐ বছরই ডিসেম্বর মাসে, বিদেশে প্রকাশিত হলো 'ইসক্রা'-র প্রথম সংখ্যা। সামনের পাতাতেই লেখা ছিল ঃ 'স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হ'বে।' শ্রমিকদের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রভাবে সরকার বিরোধী ছাত্র আন্দোলন তীব্রতর হলো। প্রতিশোধ স্পৃহায় সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বন্ধ করলো, শত শত ছাত্রকে কারারুদ্ধ করলো ও শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করলো, অবাধ্য ছাত্রদের সেনাদলে সাধারণ সৈনিক করে পাঠাবে। এর প্রতিবাদে ১৯০১-২ সালের শীতকালে ব্যাপক ধর্মঘট করে সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। ১৯০২ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে ইউক্রেন (পল্টাভা ও খারকভ্‌ প্রদেশ) ও ভলগা আঞ্চলে কৃষক আন্দোলন আরম্ভ হয়। কৃষকরা জমিদারের প্রাসাদে আগুন লাগায়, তাদের জমি দখল করে এবং ঘৃণিত 'জেম্‌স কি নাচাল্‌নিক' (অভিজাত সম্প্রদায় থেকে নিযুক্ত কর্মচারী যারা একই সঙ্গে পুলিশের ম্যাজিস্ট্রেটের ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ভোগ করতো) গ্রাম্য মোড়ল ও জমিদারদের হত্যা করে। ১৯০৩ সালের ধর্মঘটগুলি ছিল আরো ব্যাপক, একরোখা কিন্তু সুসংহত, এদের প্লাবনে ভেসে গেল ট্রান্স-ককেশিয়া (বাকু, টিফলিস, বাটুম) এবং ইউক্রেনের বড় বড় শহরগুলি (ওডেসা, কিয়েভ, একাটেরিনোস্লাভ্‌ল্‌)। শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিল, বিপ্লবের মহাজন্মের লগ্ন সমাগত।

এই পটভূমিতেই গড়ে উঠেছে আন্তন চেকভের সাহিত্য ভাবনা। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই : রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ধরা-ছোঁয়ার সম্পূর্ণ বাইরে থেকেও, তাঁর সাহিত্যে উঠে এসেছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ-কৌতুকের মোড়কে, প্রবল প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ সমসাময়িক সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে, আমলাতান্ত্রিক ভন্ডামির চপলতা ও শাসনতান্ত্রিক নিষ্ঠুরতার অবসান কামনায়। সমালোচকের ভাষায় ঃ 'The Soviet biographers of Chekhov are hard put to it to explain his complete lack of participation in the political activties of the years 1880-1990. The years he spent at the university were the time of great revolutionary ferment : not a few of his friends must have paid with their freedom for belonging to secret political organizations. Yet there is not the lightest hint in any of his writings of Chehov taking an interest in such activites, let alome sharing them. His serious thinking appears to have been on social not on political line, although much of the social criticism implicit in his writings can be regarded as an indictment of the contemporary political system." ["Introduction', Chekhov Plays, Elisavete Fen, P. 17] ভবিষ্যতে সামাজিক বাস্তবতার ব্যবচ্ছেদে হাত দিতে হয়েছে তাঁকে। আর মানুষের হাতে তুলে দিতে হয়েছে জীবনের তাজা ইস্তাহার।

যে প্রেক্ষাপট থেকে জীবনের রঙ্গমঞ্চে, পাদপ্রদীপের আলোয়, আপাদমস্তক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আন্তন চেকভ নামক বর্ণবৈচিত্র্যে ভরপুর ব্যক্তিত্বটি, তা ছিল বড়োই একঘেয়ে, ফ্যাকাসে, মাধুর্যহীন, বিশুষ্ক-জড়-পিন্ড বিশেষ। ছোট্ট দোকানদারের ঘরে জন্ম তাঁর, একই রকমের ছোট্ট প্রাদেশিক শহরে যেটি সম্পর্কে তিনি পরবর্তীকালে লিখলেন "...dirty and dull. with deserted streets and a lazy, ignorant population." [প্রাগুক্ত, P. 10]। শহরটির নাম তাগানরোগ, আরব সাগরের ধারে, ককেশাসের উত্তরাঞ্চলের সীমান্ত লাগোয়া। ১৮৬০ সালের ১৭ই জানুযারী (নামকরণ অনুষ্ঠান হয় আরো দশ দিন পর, ২৭শে জানুয়ারি), পাভিয়েল ও ইয়েভঘেনিযা চেকভের তৃতীয় সন্তান, আন্তন চেকভের জন্ম। তাঁর মাথার ওপর দু'টি ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম চেকভ পরিবার। পাভিয়েলের শিল্পানুরাগ ও ধর্মসঙ্গীতের প্রতি প্রবল আসক্তি তাঁর ব্যবসাকে নিয়ে চলতো ব্যর্থতার দিকে। তিনি নিজে বাজাতেন বেহালা, আঁকতেন দেবদেবীর ছবি। ছেলেমেয়েদের জীবনে এটিই ছিল যেন অভিশাপ, ধর্মসঙ্গীতের প্রতি উন্মাদনার কারণেই তাঁদের (আন্তনসহ অন্যান্য ছেলেমেয়েদের) স্কুলে যাবার আগেই, যা রাশিয়ায় সাধারণত আট-নয় বছর বয়সে শুরু হয়, গির্জায় গাইবার জন্য শিক্ষা দিতেন, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সব রকম আবহাওয়াতেই, তাঁদের খুব ভোরে উঠে গির্জায় যেতে ও সেখানে গাইতে হোত। ব্যাপারটি ছিল চেকভের কাছে বেদনাদায়ক। ১৮৯২ সালে তিনি লিখেছিলেন, "...we children felt like small convicts doing a term of hard labour." [প্রাগুক্ত P. 10] তাঁদের প্রতিপালন ছিল বড়ো নির্মম। বেত্রাঘাত ছিল প্রতিদিনের রোজনামচা। শুধু এই কারণে চেকভ তাঁর বাবাকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারেননি। তাছাড়াও প্রধান কারণটি ছিল মা'র প্রতি বাবার কদর্য আচরণ' দারুণ ঘৃণার উদ্রেক করতো চেকভের। ১৮৮৯ সালে ভাই আলেকসান্দারকে একটি চিঠিতে চেকভ লিখেছিলেন, "...Remember the horror and disgust we used to feel when father, at dinner time, would make a row and call mother a fool because the soup happened to be too salt for his taste...Despotism is thrice criminal." [প্রাগুক্ত P. 10] পাতিবুর্জোয়া পরিবারের এই ঘৃণ্য পরিবেশ অনেকগুলি গল্পের উপাদান যুগিয়েছে চেকভকে। নাটকেও আছে এর প্রতিফলন। ছেলেবেলার পরিবেশ যা-ই হোক না কেন, অদম্য প্রাণশক্তি, হাস্যরসিকতা, কর্মোদ্যম ও সর্বোপরি সংবেদনশীলতা চেকভের সমগ্র সৃষ্টির মর্মমূলে সেচন করেছে উজ্জীবন এবং বলা বাহুল্য যা অক্ষুণ্ণ ছিল তাঁর মৃত্যুমুহূর্তেও।

পড়াশোনায় যথেষ্ট পরিশ্রমী হওয়া সত্ত্বেও বাড়ির পরিবেশ পরীক্ষায় উত্তর্ণ হতে দেয় না আন্তনকে। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে শেখেন দর্জির কাজ, সেখানেও ব্যর্থ। ষোল বছর বয়সে দেউলে বাবা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে গোপনে পাড়ি দিলেন মস্কো। আগেই সেখানে গিয়েছিলেন আন্তনের বড় দু'ভাই, আলেকসান্দার ও নিকোলাই। স্কুলের পড়া শেষ করার জন্য তিনি রয়ে গেলেন তাগানরোগে। শুল্ক হোল আন্তনের প্রতিভার স্ফুরণ পর্ব। একদিকে সামলাচ্ছেন নিজের লেখাপড়া, অন্যদিকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে সামান্য উপার্জন করছেন। একই সাথে দায়িত্ব পাচ্ছেন স্কুলের পত্রিকা 'দ্য স্টার্টারার'-এর, লিখেছেন হাস্যরসাত্মক রচনা। ১৮৭৯ সালে মস্কোতে এলেন আন্তন, চলতে লাগলো পরিবারের সাথে বসবাস ও মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো, ডাক্তারি। পনেরো বছর বয়সে গুরুতর অসুস্থতা ও স্কুলের ডাক্তারবাবুর চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ— এই দুই ঘটনার অভ্রান্ত বিক্রিয়ায় আন্তনের সাথে গড়ে উঠেছিল ঐ চিকিৎসকের সখ্য ও চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা। ইতিমধ্যে এসে পড়েছে পরিবারের দায়িত্ব। অসম্ভব পরিশ্রমের মাঝেও ১৮৮৩ সালে তিনি রচনা করেন ১২০টি ছোটগল্প, হাস্যরসাত্মক সাহিত্য সাপ্তাহিক 'দ্য স্পিল্‌ন্টার্স' -এর জন্য। তাড়াহুড়ো করে তাকে লিখতেই হয়েছিল টাকার জন্য। ১৮৮৪ সালে ডাক্তারি পাশ করে বেরোলেন আন্তন এবং সবাইকে অবাক করে জীবিকার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করলেন সাহিত্যকেই। ১৮৮৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হোল হাস্যরসাত্মক গল্পগুলি। লেখালেখির সূত্রেই সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে 'নোভে ড্রেমিয়া' পত্রিকার সম্পাদক সুভোরিনের সাথে। জাত-সাহিত্যের দরবারে নিজের আসনটি পাকাপোক্ত করে নিলেন আন্তন চেকভ। এতদিন লিখেছেন টাকার জন্য। ১৮৮৪ সালে তিনি রচনা করেন ১২০টি ছোটগল্প, হাস্যরসাত্মক সাহিত্য সাপ্তাহিক 'দ্য স্পিল্‌ন্টার্স' -এর জন্য। এবার কঠোর ব্রত হিসেবে অবলম্বিত হোল সাহিত্য। ফলে রচনার সংখ্যার ক্রমিক হ্রাস ঘটলো, ১৮৮৫ সালে ১২৯টি ছোটগল্প ও নকশা, ১৮৮৬ সালে আগের বছরগুলির চাইতে লেখায় তাঁর অনেক বেশী সময় লাগে। সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি শুরু করলেন ডাক্তারি, মস্কো ও তাঁর নিকটবর্তী অঞ্চলে। কিন্তু অচিরেই তাঁর মন আকৃষ্ট করলো, বলা ভালো, সময় কেড়ে নিলো, সাহিত্যচর্চা। খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন চেকভ সাহিত্যিক হিসেবেই। ঐ সময়েই তিনি মন্তব্য করেন, 'Medicine is my legal spouse, while literature is my mistress. When I get tried of one, I go and sleep with the other...।' [প্রাগুক্ত, P. 17] এরপর যে ঘটনাক্রম আসবে ঃ ১৮৯০ সালে সাগ-হালিযেন দ্বীপে যাত্রা, ফিরে এসে সেখানকার কারাজীবন অবলম্বনে 'সাগ-হালিয়েন দ্বীপ' গ্রন্থ রচনা (যার ফলে কারাজীবনের নান সংস্কার সাধিত হয়)। ১৮৯১ সালে মস্কোর পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে মেলিখোভেতে ছোট্ট একটি জমিদারি কেনা ও সেখানে প্রায় ছ' বছর ধরে প্রতি গ্রীষ্মেই মা-বাবা-ভাই-বোনদের নিয়ে কাটানো, এরই মধ্যে নাট্যজগতে নক্ষত্র হয়ে ওঠা, ধারাবাহিক ভগ্নস্বাস্থ্য ১৮৯৮ সাল থেকেই ভগ্ন স্বাস্থের দরুণ ক্রিমিয়ার ইয়াল্টারে বসবাস, মস্কো আর্ট থিয়েটারের অভিনেত্রী ওলগা নিপারের সাথে পরিচয়, বিবাহের প্রস্তাব, ক্ষয়রোগে তিনি আক্রান্ত জেনেও ওলগার সম্মতি ও ১৯০১ সালে মে মাসে বিবাহ। নিজেকে আর সুস্থ করে তুলতে পারলেন না চেকভ। স্বভাবসুলভ অম্লান

হাস্যরসিকতার অস্ত্র নিয়ে, মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েও, তাকে আলিঙ্গন করলেন ১৯০৪ সালে ১-২ জুলাই। এই কথাগুলি, যা তাঁর জীবন সংপৃক্ত, বলা একটিই কারণ আর তা হোলঃ ছোটগল্পগুলির পরতে পরতে জড়িয়ে আছে, চুয়াল্লিশটি বসন্তের কান্না-হাসি-দোলদোলানে প্রাণময় স্বরলিপি।

বলা হয়, একদিকে গোগোল-এর 'ওভারকোট' ও অন্যদিকে তলস্তয়ের 'হোয়্যার লাভ ইজ' -এর মিলনে ত্বরান্বিত হয়েছিল আন্তন চেকবের ছোটগল্পের আবির্ভাব। চেকভের, শিল্পবোধ এক যথাযথ শিল্পীর, তার শিল্পচেতনা এক যথার্থ জীবনগড়ার কারিগরের। তাঁর হাতের ছোঁয়ায় পাথরে স্পন্দিত হয় ভাস্কর্যময় জীবনের স্পন্দন, এক টুকরো রঙিন কাগজ, স্বপ্নের প্রজাপতি হয়ে উড়ান দেয় সৃষ্টির কোলাহলময় নতুন দিগন্তে জগত ও জীবনের আনাচ-কানাচে তিনি খুঁজে পেয়েছেন অফুরন্ত কথা সমুদ্রগভীর ভান্ডার, জলস্রোতের তরঙ্গ তাঁকে এনে দিয়েছে জনকল্লোলের তুমুল তুলকালাম। আমাদের অতি প্রিয় সাহিত্যিক - প্রাবন্ধিক - সমালোচক বড় যত্নে চেকভের গাল্পিক চরিত্রটি মেলে ধরেন চোখের সামনে, তুলনা আসে ছোটগল্পের আর এক দুর্মমনীয় পুরোহিতের সঙ্গে ঃ 'মোপাসাঁর সম্পদ বৈচিত্র্যে, চেকভের মহিমা গভীরতায়। মোপাসাঁ আগুন জ্বালিয়েছেন আর সে আগুনে যেমন আবর্জনা পোড়াচ্ছেন, তেমনি ভাবে নিজেও দগ্ধ হচ্ছেন অন্যদিকে চেকভের হাতে রয়েছে একটি 'বুল্‌স্ -আই' লণ্ঠন—তা যার ওপরে গিয়ে পড়ছে তাকে উদ্ভাসিত করে দিচ্ছে, আর মনে করিয়ে দিচ্ছে— যারা আমাদের অতি কাছের-প্রতিদিনের পরিচিত, তাদের সম্বন্ধেই আমার কতটুকুই বা জানি।' ('ঊনবিংশ শতাব্দী আধুনিক ছোটগল্পের আবির্ভাব', সাহিত্যে ছোটগল্প, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ২১৭) দু'জনেই প্রায় সমসাময়িক, জন্ম -মৃত্যু প্রায় কাছাকাছি সময়ে, কিন্তু দু'জনের পথ চলে গেছে দু'দিকে। সমসাময়িক, ফ্রান্স ও রাশিয়া, সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের প্রেক্ষাপটে পরস্পরের হাত ধরতে পারেনি। ফিরে যাই প্রিয় সমালোচকের কথায় ঃ 'হতাশ আর পরাজয়বাদের যে পঙ্কের মধ্যে মোপাসাঁর বুদ্ধিজীবী মন নিষ্ফল আর্তনাদ করেছে, চেকভের ভিতর সে ব্যর্থতার কান্না তেমন ভাবে মাথা খুঁড়ে মরে না। মোপাসাঁ উন্মাদের দিনপঞ্জী লিখে আত্মহত্যা করেন, চেকভ তাঁর ছয় নম্বর ওয়ার্ডকে আরো বীভৎসভাবে ফুটিয়ে বলেন এ কখনোই শেষ কথা নয়—এ অবস্থাকে বদলাতেই হবে। কারণ, বিফল-বিপ্লবের রিক্ততা চেকভের সম্মুখে নেই— তাঁর দৃষ্টিপথে এক সম্ভাব্য বিপ্লবের পূর্বাভাসঃ নার্দিজম-নিহিলিজমের মধ্য দিয়ে বোল্‌শেভিজ্‌মের স্বর্ণদিগন্ত।' (প্রাগুক্ত। পৃঃ ২১৭—২১৮)। শিল্পীর সার্থকতা এখানেই।

তীক্ষ্ণতা ও পূর্ণ নৈপুন্যে চেকভের রচনায় রূপায়িত হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর আট ও নয়ের দশকে রাশিয়ার 'কুলাক্'-দের হাতে কৃষকশ্রেণীর অমানবিক শোষণ, অবক্ষয়ী সামন্ততন্ত্র, বুদ্ধিজীবী মন ও মননের সংশয়, দোলাচলচিত্ততা, লোভ ও আশাবাদ, পাশাপাশি অঙ্কুরিত শ্রমিকশ্রেণীর অস্পষ্ট পদসঞ্চার। পাশাপাশি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, পাদপ্রদীপের আলোয় আলোকিত করেছে মানব মনের অন্তরমহলের বৈচিত্রময় রহস্য, তার বেদনা-কামনা-বাসনার অভিব্যক্তি, তার স্বপ্নের ইমারত। ঊনবিংশ শতাব্দীর ছোটগল্প স্বতন্ত্র শিল্পের মর্যাদা নিয়ে নীল নীলিমায় উড়িয়ে দিয়েছে যে পরিপূর্ণতার বৈজয়ন্তী, তার অক্লান্ত রূপকার যাঁরা (দোদে, মোপাসাঁস পো, মেরিমে) তাঁদেরই অন্যতম আন্তন চেকভ, আভূমি নত হয়ে যাকে এই সভ্যতারই স্বীকৃতি জানিয়েছে ইতিহাস। তাঁর অসংখ্য ছোটগল্পের মধ্যে, আলাপ-আলোচনায়, তর্ক-বিতর্ক, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় কিংবা নান্দনিক গাম্ভীর্যে যে নামগুলি উঠে আসে নিয়তই, সেগুলি হলোঃ 'ডেথ অব আ ক্লার্ক', 'ক্যামেলিয়ন', 'দ্য মাস্ক', 'উয়ো', 'ভ্যাঙ্কা', 'দ্য লেডি ইউথ দ্য ডগ', 'দ্য স্কুল মিসট্রেস', 'স্তেপ', 'স্পিপি', 'দ্য হর্স স্টিলার্স', 'ওয়ার্ড নাম্বার সিক্স', 'অ্যাট ক্রিসমাস টাইম', 'আয়োনিচ্', 'গুজবেরিজ', 'দ্য হর্স স্টিলার্স', 'ওয়ার্ড নাম্বার সিক্স', 'অ্যাট ক্রিসসাম টাইম', 'আয়োনিচ্', 'দ্য নিউ ভিলা', 'অ্যান ইনসিডেন্ট', 'দি ব্রীজ', 'ইন দ্য গালি', 'অ্যান্টাগনইস্টস্', 'দ্য গ্রাসহপার', 'দ্য ম্যান হু লিভ্‌ড ইন আ শেল', 'দ্য হাউস উইথ দ্য ম্যানসার্ড', 'অ্যান আর্টিস্ট্‌স্ স্টোরি', 'ডাল স্টোরি (ফ্রম অ্যান ওল্ড ম্যান্‌স্ নোট বুক)'। আরো অনেক, অনেক ছোটগল্প রয়েছে চেকভের যা আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে, যা আমাদের রেখেছে অনেকটাই অতৃপ্ত। হয়তো সেগুলি আমাদের দিতে পারতো বান্ধবের সমব্যথী স্পর্শ, দিতে পারতো সমকালীন সমাজ ও মানুষের দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য।

চেকভের ছোটগল্পে, শিল্পকর্মের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে উঠে এসেছে, সচেতনা। ঘরের উঠোন থেকে উদার দিগন্ত ছুঁয়ে গেছে তাঁর অভিজ্ঞতার পদসঞ্চার, শাখালিন দ্বীপপুঞ্জের ধিকৃত ও বিকৃত অমানবিক বন্দীশিবির থেকে পার্বত্য অঞ্চলের অশ্বচোর সম্প্রদায়, সাধারণ কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষ, আত্মকেন্দ্রিক - স্বার্থপর - পারস্পরিক আচরণে সন্দিগ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণী, সুযোগ-সন্ধানী, ধূর্ত বুদ্ধিজীবী ও অভিজাত সমাজ-সর্বত্রই আন্তন চেকভ নামক ব্যক্তিত্বটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তের উজ্জ্বল উপস্থিতি, একই সাথে সংপৃক্ত হয়ে থাকে শিল্পীচেতনার উদ্বেল বিস্তার। তাই বোধহয় বলা হয়েছে, "the remarkable fact about a chekhov short story is that is possesses the three indispensable elements of drama : Compactness of structure (Chekhov's term for it was "archiecture"), Movement, that is dramatic development of plot, and acton," ['Introduction', Chekhov the Dramatist, David Magarshack, P. 20]। ১৮৮৮ সালে ২৮শে জানুয়ারি, লেখক ইভান লিওনটিয়েভকে একটি চিঠিতে চেকভ লিখেছিলেন, "The reader must never be allowed to rest; he must be kept in a state of suspense". [প্রাগুক্ত]। এই state of suspense পাঠককে বাকরুদ্ধ করে রাখে কাহিনীর শেষ পংক্তিটি পর্য্যন্ত। জরাজীর্ণ ইমারতের ভিত ধ্বসিয়ে, সমগ্র পৃথিবীর শৃঙ্খলমুক্ত ভালোবাসা, ঠিক যেমন করে মানবাত্মাকে ডাক দেয় আলোড়িত মিছিলে, তেমন করেই আন্তন চেকভের চরিত্ররা পাঠককে ঠাঁই দেয় অন্দরমহলে।

দু'এক পা করে ঢোকা যায় সেই অন্দরমহলে। হঠাৎই মনে পড়ে যায় 'অ্যন ইনসিডেন্ট' গল্পটির কথা। বাড়ির পোষা বিড়াল মা'টি কয়েকটি বাচ্চার জন্ম দেওয়ায়, খুব স্বাভাবিকভাবেই বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার সীমা নেই। কিন্তু কয়েক মুহূর্তেই, এক দুঃসহ যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো তারা, যখন কাকা পেত্‌রুসার কুকুর নীরো সেই বাচ্চাগুলিকে গলাধঃকরণ করলো। সহানুভূতিহীন অভিভাবকরা প্রতিক্রিয়াহীন (তাদের বাবা-মা সহ)। নীরো যখন জিভ চাটতে চাটতে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন "The cat is only one who is uneasy" [short Stories : Anton Chekhov] আর বাচ্চারা ? "Vanya and Nima got to bed, shed tears, and spend a long time thinking about the injured

cat, and the cruel, insolent, and unpunished Nero." [প্রাগুক্ত]। নিতান্তই অতি সামান্য, সরল, পরিচিত নৈকট্যের অন্তস্থলে আবিষ্কৃত হয় অসামান্যতা। অভিজাত সমাজের সুকঠিন সমালোচনা মূর্ত হয়ে উঠেছে 'আয়োনিচ্' গল্পে। কিংবা 'দ্য নিউ ভিলা' গল্পটি যেখানেএ ইঞ্জিনিয়ার কুৎচেরভ, অবরূৎচানাভো গ্রাম থেকে দু'মাইল দূরে একটি নতুন সেতু তৈরীর তত্ত্বাবধানে এসে পৌঁছেছে সস্ত্রীক। গ্রামটিকে ভালোবেসে সুন্দর একখানি বাড়ি সেখানে বানালেও, গ্রামের মানুষের সাথে গড়ে উঠলো না তাঁদের প্রীতি, সখ্য ও হৃদ্যতার সম্বন্ধ। তাদের অক্লান্ত চেষ্টার বিনিময়ে প্রাপ্তি হলো ঘৃণা, শত্রুতা আর বিদ্বেষ। অবশেষে স্বপ্নের বাড়িটি বিক্রি করে সেখান থেকে বিদায় নিলো তারা। বিষণ্ণ ভালোদ্কা বলেছে ঃ "We lived without a bridge, and did not ask for one...and we did not want it... [প্রাগুক্ত]। এই গল্পটিতে ভিত্তিহীন, অর্থহীন শ্রেণীসমন্বয়বাদের চেহারাটি তুলে ধরেছেন চেকভ, দেখাতে চেয়েছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়, 'have' আর 'have not' দের চিরন্তন সংঘাত। 'স্লিপি' গল্পে এক স্নায়ু-বিদীর্ণ আবহ তৈরী করেন চেকভ যেখানে দরিদ্র কাজের মেয়ে তেরো বছরের ভার্কা, অবসন্ন শরীরে, ঘুমোবার অসহনীয় প্রয়োজনে, গলা টিপে হত্যা করে একটি শিশুকে। 'কোরাস গার্ল গল্পের কোল্পাকভের মধ্যেও চেকভসুলভ অন্তরমহলের দুঃসহ যন্ত্রণার অভিব্যক্তিটি ধরা পড়ে যায় (যে যন্ত্রণা 'স্লিপি' গল্পেও সমানভাবে বহমান), যখন তার ভন্ডামি -সংপৃক্ত আত্মমর্যাদাবোধকে ক্রমাগত চাব্কাতে থাকে মর্মবিদারক ব্যঙ্গের চাবুক। তার পরম পবিত্রা (সতী-সাধ্বী তো বটেই) স্ত্রীর পতিতা পাশার কাছে নতজানু হ'বার অপমান সে কোনমতেই ভুলতে পারে না, ভোলা সম্ভব নয় তার ঃ "She! A lady! So Proud! Ready to go on to her knees to a thing like you! And I brought her to this! I shall never forgive myself. Never! Go away, you sleet! She'd have gone down on her two bended knees to you! O god, forgive me!" [প্রাগুক্ত]। রিয়াবোভিচের কল্পকামনা, অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা, অবশেষে নিস্তরঙ্গ দার্শনিক বিষাদে তার পরিণতি 'দ্য কিস' গল্পটিকে বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম রোমান্টিক কাহিনি হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং বলা ভালো নিঃসন্দেহেই। চেকভীয় তত্ত্ব ও তাৎপর্য, সমস্ত বিতর্কের বেড়া ডিঙিয়ে, গল্পটি হয়ে উঠেছে সঙ্গীতময়। অঙ্গে অঙ্গে বাঁশী বেজে ওঠে যখন অনাবিল সৌন্দর্যের প্রাণপ্রতিমা, 'দ্য স্কুল মিসট্রেস' গল্পের মারিয়া, চারিদিকের হা-হা শূন্যতায় অনুভব করে, আলো-উত্তাপ-প্রাণ-হাসি-গান-প্রেমের স্পন্দন। হানভ হয়ে ওঠে তার স্বপ্নের মানুষ? 'দ্য হর্স স্টিলার্স' গল্পটি অনেক পাঠকে কাছেই নীতি - ধর্ম-মনুষ্যত্বের পরিসমাপ্তির দ্যোতক কিংবা এক নৈরাজ্যলোকের কাহিনি, কিন্তু যে সামাজিক দুরারোগ্য ব্যাধি প্রত্যক্ষ করেছিলেন চেকভ তাকে অস্বীকার করবে কে? গল্পে শেষাংশে এক ক্রুদ্ধ বেয়নেটের মতো উদ্যত প্রশ্ন ঃ "Why do the sober and welfed sleep comforably in their homes while the drunken and hungry must wander about country without a refuge? Why was it that if anyone had not a job and did not get a salary he had to go hungry, without clothes and boots?" [প্রাগুক্ত]। চেকভের গল্পে কিসের পদধ্বনি?

সমাজজীবন ও ব্যক্তি জীবনের মিথ্যাচার ও অসঙ্গতি বার বার ধরা পড়েছে চেকভের শিল্পচেতনায়। যে সমাজ ব্যবস্থায় সামান্য একটু অনুগ্রহ লাভের জন্য তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা, যারা সর্বদা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে বিদ্যা-বুদ্ধি-আত্মসম্মানের অহমিকা, তারা যে বস্তুত মেরুদণ্ডহীন, পদলেহী, 'দ্য মাস্ক' গল্পে সেই মুখোশ খুলে যায় তদের : "He shook hands with me," boasted Zhestyakov, in high glee. "So it's all right he isn't angry." "Let's hope so!" signed Yevstrat Spiridonich. "He's a scoundrel, a bad lot but-he's our benefactor. You'vs got to be careful." [প্রাগুক্ত]। পাশাপাশি, কিছুটা ব্যাঙ্গাত্মক মনে হলেও, জারতন্ত্রী পুলিশের নিখুঁত চিত্রণ জেনারেলের ভাইয়ের কুকুরের মালিকানা নিয়ে স্পষ্টতই বিব্রত, সার্জেন্ট ও চুমেলভের পরম উপভোগ্য সংকট ঃ "...So it's his dog? very glad! Take it...It's a nice little doggie! Snap at his fiinger! Ha-ha-ha! come now, do n't tremble! Gr-gr...the little rascal's angry...what a pup!" [প্রাগুক্ত]। শাণিত হাসিতে সমুজ্জ্বল গল্পটি কাছাখোলা প্রশাসনের দুর্বল স্থানটিতে ঘা মেরেছে, এবং সজোরে।

রুশ আমলাতন্ত্রের ফাঁপা বাকসর্বস্বতা আর হাস্যকর মেজাজ বৈকল্যের পাশাপাশি ভগ্ন-মেরুদণ্ড মানুষের মানসিক বিকৃতি অমর হয়ে আছে 'ডেথ অব আ ক্লার্ক' গল্পে। চমৎকার রাত্রিতে এক চমৎকার কেরানি ইভান দিমিত্রিচ চেরভিয়াকভ্ বসেছে অপেরা দেখতে– দ্বিতীয় সারিতে। নিজেকে ভাবছে সে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। "It was an excellent night when the excellent clerk, Ivan Dmitric Chervyakov sat in the second row of the stalls, enjoying "Les cloches de Corneville" with the aid of opera-glasses. He watched the stage, and thought himself the happiest of mortals,...[প্রাগুক্ত]। এবং তার পরপরই, কি করে যেন, হঠাৎই "...his face puckered up, his eyes rolled heavenwards, his berath was supended...turning his face away from the opera-glasses, his breath was supended...turning his tace away from the opera glasses, he doubled up in his seat and-a-shoo! That is to say he sneezed. [প্রাগুক্ত]। একটি প্রবল হাঁচি নিমেষে বদলে দিলো চেরাভিয়াকভ, রুশ শব্দার্থে 'শ্রীযুক্ত পোক'র জীবন। রুমাল দিয়ে ঘন ঘন, সামনের সারিতে বসে থাকা একজনকে টাক মুছতে দেখে, থমকে যায় সে। তিনি আর কেউ নন, যোগাযোগ বিভাগের মন্ত্রী শিভিল জেনারেল ব্রিঝালভ। বার বার ছুটে গিয়ে ক্ষমা চাওয়ার পাশাপাশি ধমকও খায় সে। গল্পের শেষে জেনারেলের কাছে শেষ ধমকটি খেয়ে ...He stubled mechanically home, lay down on the sofa, just as he was, in his offical frock - coat, and died." [প্রাগুক্ত] যেন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন চেকভ : বোকার অধম মানুষের এই নির্বীর্যতার জন্য দায়ী কে? কার বা কাদের স্বার্থে মনুষ্যত্বের এই আবিল, কদর্য বিকৃতি? চেকভকে আমাদের মনে পড়ে 'ওয়ার্ড নাম্বার সিক্স' গল্পটির জন্যও যেখানে শুধু রুশ আমলাতন্ত্র নয়, তার সাথে দুঃস্বপ্নের মতো গাঁটছড়া বেঁধে আছে রুশ সামন্ততন্ত্র। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের আবাস 'ওয়ার্ড নাম্বার সিক্স'। একটি মফঃস্বল শহরের ছোট হাসপাতালের একান্তে উপেক্ষা ও আবর্জনা দিয়ে ঘেরা। অপরাধভীতির অর্থহীন মনোযন্ত্রণার দ্বারা তাড়িত আপাতদৃষ্টিতে উন্মাদ, এই ওয়ার্ডের রোগী ইভান দ্মিচিত্র গ্রোমভের সাথে সখ্য ঘটলে ঐ হাসপাতালেরই হৃদয়বান চিকিৎসক আন্দ্রেই ইয়েফিমিজচ র‍্যাগিনের। এই দুই চরিত্রের সংলাপ, বার বার পাঠকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ঃ পৃথিবীর সুস্থ, স্বাভাবিক মানবকেরাই উন্মাদ আর বার বার নানা ছল-চাতুরিতে তাদের বন্দী করে দোসর শয়তানেরা। ঐ হৃদয়বান চিকিৎসক ইয়েফিমিচের স্থান হয়েছিল ঐ ছয় নম্বর ওয়ার্ডেই, খুন হতে হয়েছে, আক্ষরিক অর্থেই, প্রহরী নিকিতার নির্যাতনে। তৎকালীন মফঃস্বল হাসপাতালের যে ছবি চেকভ এঁকেছেন, সমসাময়িক সাহিত্যে তো বটেই, এমনকি ভাবীকালেও, তার তুলনা মেলা ভার) "One could hardly berathe in the wards, the corridors, or the hospital

attendants, nurses and their families slept in the wards, along with the patients. Everyone complained that cockroaches, bugs and mice made life impossible...The superintendent, the matron and the medical assistant robbed the patients of their food, and as for the old doctor who had held the post before Andrei Yefimich, it was siad that he speculated into the spirits alloted to the hospital and kept a veriable harem, recruited from nurses and female patiens." [প্রাগুক্ত]। এই গল্পটি পাঠ করার পর স্বয়ং লেলিনও স্থির থাকতে পারেননি। পায়চারি করে কাটিয়েছেন বিনিদ্র রজনী। এ কালের পাঠকও হয়ে ওঠে অস্থির।

মাত্র চুয়াল্লিশটি বসন্ত দেখে যেতে পেরেছিলেন আন্তন চেকভ। তাঁর মৃত্যুর তেরো বছর পর, রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, উল্টেপাল্টে দিয়েছিল রাশিয়ার মাটি, কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির নেতৃত্বে নতুন মতাদর্শের সন্ধান পেয়েছিল রুশ ও মন ও মনন। যে মনস্তাত্ত্বিক উদ্ভাসন, এক নতুন শিল্প হিসেবে, বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন চেকভ, তারই উত্তরাধিকার আজ সুবিস্তৃত, জেম্‌স জয়েস্‌ থেকে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে হয়ে বর্তমানকাল পর্যন্ত। এই উত্তরাধিকারের হাত ধরেই জন্ম হয়েছে, হচ্ছে, এক মহান বৈপ্লবিক কৃতিত্বের, যার জন্য আমরা চেকভের কাছে অন্তহীন আনতমস্তক।